দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

৪৭

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে

গত ৩রা আগস্ট, '৯৩ তারিখ দৈনিক 'সংবাদ'-এ চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত ঢাকা কলেজের জনৈক শিক্ষকের চিঠিটি সময়োচিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। তিনি যথার্থই বলেছেন, নিষ্ঠাবান আদর্শ শিক্ষকের এখন আর কোন প্রয়োজন নেই। কর্মক্ষেত্রে অস্বাভাবিক দীর্ঘ অনুপস্থিতি সত্ত্বেও পদোন্নতি বা কাঙ্ক্ষিত পোস্টিং পেতে কোন অসুবিধা হয় না যদি তার পেছনে উর্ধ্বতন মহলের জোর তদ্বির থাকে। শোনা যায়, উক্ত অধ্যাপকের ওপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এতই সুনজর যে, তাকে ইডেন বিশ্ববিদ্যালয়- কলেজের উপাধ্যক্ষ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ইডেন কলেজ দেশের সর্ববৃহৎ মহিলা কলেজ। এখানে ১৫/১৬টি বিষয়ে সম্মান ও মাস্টার্স কোর্স চালু আছে। এই কলেজে সব সময় সিনিয়র স্কেলের অধ্যাপকরাই উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত ছিলেন। এই কলেজে বহু সিনিয়র অধ্যাপক বিভিন্ন বিষয়ে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের কাউকে উপাধ্যক্ষ না করে একজন বিতর্কিত জুনিয়র অধ্যাপককে কেন এখানে উপাধ্যক্ষ করা হচ্ছে তার কারণ বোধগম্য নয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে একান্ত অনুরোধ, পোস্টিং-এর ক্ষেত্রে এ ধরনের অনিয়ম দয়া করে করবেন না। এতে ছাত্রী-শিক্ষক সকলেই ক্ষুব্ধ হবে। ইডেন কলেজ অথবা অন্য কোন সরকারী কলেজের একজন সিনিয়র, সচ্চরিত্র এবং যোগ্যতা-সম্পন্ন অধ্যাপককে এই কলেজের উপাধ্যক্ষ নিয়োগ করুন। উল্লেখ্য, খুব শিগগিরই বর্তমান উপাধ্যক্ষের অবসর-জনিত কারণে পদটি খালি হবে।

জনৈক অধ্যাপিকা,
ইডেন বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ, ঢাকা।